সাংবাদিক ছৈয়দ মোস্তফা জামাল

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

সাংবাদিক ও সমাজকর্মী সৈয়দ মোস্তফা জামাল জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৪ সালের ৮ই জানুয়ারি সাতকানিয়া উপজেলার সোনাকানিয়া গ্রামের ছৈয়দ বাড়ীতে। তাঁর মরহুম পিতা ছিলেন নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সৈনিক, কারাবরণকারী আলহাজ্ব সৈয়দ সোলতান আহমদ। তাঁর বড় ভাই মরহুম সৈয়দ মোস্তফা কামাল (এশিয়া) সন্তোষে মাওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতি ছিলেন।

তাঁর ছোট ১ ভাই, ১ বোন ছাড়াও স্ত্রী, একপুত্র, এক কন্যা ও নাতী নাতনী রয়েছে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জাতীয় তরুণ লেখক সমিতির নগর শাখার সাবেক যুগ্ন আহবায়ক সৈয়দ মহিউদ্দিন শামীম ২০০০ সালে আকস্মিক ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন।

১৯৪৮ সাল ঃ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল ১৯৪৮ সালে মির্জাখীল মুকুল ফৌজের ২য় সেনা নির্বাচিত হন।
১৯৪৮ সাল ঃ সাতকানিয়া হাই স্কুল কমিটি মুসলিম ছাত্রলীগের সহ- সম্পাদক ছিলেন।
১৯৫১ সাল ঃ তৎকালীন বৃহত্তর সাতকানিয়া থানার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আহবায়ক ছিলেন । ব্যাপক মিছিল মিটিং অবরোধ কর্মসুচী পালন এবং রাষ্ট্রভাষার পক্ষে প্রচার চালান। এসময় তমুদ্দিন মজলিশ এর সাতকানিয়া থানার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৫২ সাল ঃ সাতকানিয়ার আহবায়ক হিসেবে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং ২৫ শে মে ভাষা সম্মেলনে যোগ দেন। দক্ষিন জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।
১৯৫৪ সালঃ জেলা যুক্ত ফ্রন্ট কমিটির সহ প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রচার সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ডঃ মাহফুজুল হক।

১৯৫১ সালে ঢাকার ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র সাপ্তাহিক সৈনিক ও দৈনিক মিলাতের হয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

১৯৫২ সালে দৈনিক আজান ,১৯৫৩ সালে দৈনিক সংবাদের সাতকানিয়া প্রতিনিধি ছিলেন ।১৯৫৪ সালে ঢাকায় দৈনিক মিলাত ও সাপ্তাহিক সৈনিক এ শিক্ষানবিশ সহ- সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।১৯৫৬ সালে দৈনিক নাজাত, ১৯৫৯ সালে দৈনিক ইত্তেহাদে রিপোর্টার, ১৯৬০ সালে পয়গামে সহ- সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে দৈনিক স্বদেশ এর ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক ও সিপি আই এ কাজ করেন। ১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

১৯৫৭ সালে তিনি পাকিস্তান কিশোর মজলিশ গঠন করেন। ১৯৫৮ সালে কিছু সময় দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে দৈনিক আজাদীর ঢাকাস্থ ব্যুরো প্রধান নিযুক্ত হন।
১৯৬২ সালে দৈনিক আজাদীর প্রতিনিধি হিসেবে রাওয়াল পিন্ডিতে তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেনএবং পাক ভারতের বিরোধ পুর্ণ এলাকা মারি ও মোজাফ্ফরাবাদ সফর করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সংবাদদাতা ইউনিটের উপ প্রধান ছিলেন। ১৯৬৭ থেকে ৩ দফায় ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া আরো ২ দফায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ- সভাপতি নির্বাচিত হন।
১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বি এফ ইউজে) এর সহকারী মহাসচিব নিবাচিত হন।

তিনি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব ও চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন(সিইউজে) এর সদস্য, দৈনিক পুর্বতারার সাবেক বার্তা সম্পাদক। তিনি সাতকানিয়া সাহিত্য বিশারদ কচি কাঁচা মেলার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। বাংলাদেশ সীরাত মিশন চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি,চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজ কল্যান সমিতির সহ- সভাপতি। ১৯৬০ সাল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বাংলা কলেজের গর্ভনিং বডির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কবি কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আলেমা খাতুন ভাষানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ ভাষানীর সাবেক কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় জামাত কমিটির সাবেক প্রচার সম্পাদক , বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ সমিতির সহ- সভাপতি , চকবাজার আজিজুর রহমান জনকল্যান পরিষদ ,সমাজ কল্যাণ ত্রাণ কমিটি,অপরাধী সংশোধন সংস্থা,আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ স্ওদাগর আল কাদেরী (রঃ) স্মৃতি সংসদের সদস্য, ডঃ মাহফুজুল হক স্মৃতি সংসদ ও কবি সৈয়দ ইউসুফ হেলালী স্মৃতি সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমান সহ সভাপতি। লোক কবি আসাব আলী পন্ডিত একাডেমীর ও প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জেলা সমাজ কল্যাণ পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি ম্ওলানা ইসলামাবাদী গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি। তিনি শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম মথীস্থানে(দক্ষিণ চট্টগ্রামে) ইসলাম প্রচার , ম্ওলানা ইসলামাবাদী্ও ডক্টর এম মাহফুজুল হক পুস্তকের লেখক। তিনি ২০০১ সালে শেরে বাংলা জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। একই সাথে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা, অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সমিতির সম্মামনা পদক লাভ করেন।

তিনি ১৯৯১ সালে ন্যাপ ভাসানীর পক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর ,১৯৯৬ সালে চন্দনাইশ ও ২০০১ সালে সাতকানিয়া- লোহাগাড়া আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ।

সৈয়দ মোস্তফা জামাল ১৯৮২ সালে হাতুড়ে চিকিৎসকের কবলে পড়ে পাইলস অপারেশন করতে গিয়ে এসিডে ঝলসে পুরো শরীর অবস হয়ে পড়ে।১৯৯৩ সালে ঢাকা থেকে নাইট কোচে চট্টগ্রাম আসার পথে ধুতরা বিষ খাইয়ে সর্বস্ব ছিনতাই এবং চারদিন অজ্ঞান সহ ১৫ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

২০০৩ সালের ১ম দিনেই উচ্চ রক্তচাপ, জ্বর ,ডায়াবেটিস্, প্রষ্টেট গান্ডের আকৃতি বড় হ্ওয়া ইত্যাদি রোগের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। দীর্ঘ আড়াই মাস হাসপাতালে কাটিয়ে বাসায় ফিরলে ও প্রচন্ড শারীরিক দুর্বলতার কারণে শয্যাশায়ী থেকে যান। কখনো সভা- সমাবেশে যেতে পারেননি।

সৈয়দ মামুনূর রশীদ, চট্টগ্রাম, ১৭/০২/২০০৮ (totalmamun@yahoo.com)

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন